216

ভোরের কাগজ

তারিখ ২৯ DEC 1997
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

আজ থেকে লাগাতার পূর্ণ ধর্মঘট ঘোষণার সম্ভাবনা

শিক্ষা বোর্ডগুলোতে অচলাবস্থার কারণে আসন্ন এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা ব্যাহত হতে পারে

কাগজ প্রতিবেদক : কর্মচারীদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলোতে সৃষ্ট অচলাবস্থা অব্যাহত থাকলে নির্দিষ্ট সময়ে আগামী বছরের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠান ব্যাহত হতে পারে। এদিকে আজ সোমবার বাংলাদেশ আন্তঃবোর্ড কর্মচারী ফেডারেশন লাগাতার পূর্ণ ধর্মঘটের কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারে।

জানা গেছে, দেশের শিক্ষা বোর্ড সমূহের কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে, বিরাজমান অব্যবস্থাসমূহ চিহ্নিত করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয় চলতি বছরের ৩ এপ্রিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ৯ সদস্যের এ কমিটি গঠিত হয় কাউন্সিল অফ বিআইটি-এর ভাইস চেয়ারম্যান ড. নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে। টাস্কফোর্স কমিটি শিক্ষাবোর্ড সমূহের নানা দুর্নীতি ও অনিয়ম উদঘাটন ও দায়ীদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণসহ বোর্ডগুলোর কর্মকাণ্ডের উন্নয়নে বিভিন্ন সুপারিশ করে। গত ২৮ আগস্ট শিক্ষামন্ত্রী এ এইচ কে সাদেকের কাছে টাস্কফোর্স কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করে। টাস্কফোর্সের সুপারিশ অনুযায়ী মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

এদিকে, এই টাস্কফোর্স রিপোর্ট বাতিলসহ বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে দেশের ৮টি শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারীদের সংগঠন বাংলাদেশ আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড কর্মচারী ফেডারেশন আন্দোলনে নামে। তাদের অভিযোগ, টাস্কফোর্স রিপোর্ট সঠিকভাবে প্রণীত হয়নি। এতে বোর্ডের কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বার্থের পরিপন্থী সুপারিশ প্রণীত হয়েছে। কর্মচারী ফেডারেশনের উত্থাপিত ৪ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে ১. দেশের ৮টি শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারীদের স্বার্থের পরিপন্থী টাস্কফোর্সের সুপারিশগুলো বাতিল করা, ২. বোর্ডগুলোর স্বায়ত্তশাসনের খর্ব করার অপচেষ্টা বন্ধ করা, ৩. কেন্দ্রীভূত কম্পিউটার সেল স্ব-স্ব বোর্ডে স্থানান্তর এবং ৪. বোর্ডসমূহের ওপর মন্ত্রণালয়ের আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা।

এসব দাবি দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে কর্মচারী ফেডারেশন গত ১ ডিসেম্বর থেকে প্রথম পর্যায়ে ২ ঘন্টার কর্মবিরতি পালন করে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১১ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩ ঘন্টার কর্মবিরতি পালন করা হয়। ২০ ডিসেম্বর থেকে ৪ ঘন্টার কর্মবিরতি চলছে। আজ সোমবার কর্মচারী ফেডারেশন বোর্ডসমূহে লাগাতার ধর্মঘটের কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারে বলে জানিয়েছে।

এদিকে, আগামী বছর অর্থাৎ আসন্ন ৯৮ সালের এসএসসি পরীক্ষা ১৬ এপ্রিল এবং এইচএসসি পরীক্ষা ২৮ মে অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। ইতিমধ্যে স্কুল ও কলেজগুলো উভয় পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের ফরমসহ আনুষ্ঠানিক কাগজপত্র বোর্ডসমূহে জমা দিয়েছে। কিন্তু কর্মচারীদের ধর্মঘট কর্মসূচির কারণে পরীক্ষার্থীদের ফিলআপ করা ঐসব ফরম বাছাই করে কম্পিউটার কেন্দ্রে প্রেরণসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে। ফলে এ ধর্মঘট অব্যাহত থাকলে পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর বা এডমিড কার্ড নির্দিষ্ট সময়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। এতে নির্দিষ্ট সময়ে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠান ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়াও অব্যাহত ধর্মঘটের কারণে দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনে বোর্ডসমূহে আগত শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলে আর্থিক ক্ষতি, সময়ের অপচয় এবং সর্বোপরি হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছেন।